করোনায় ব্রিটিশ সরকারের ঋণ ২ ট্রিলিয়ন পাউন্ড ছাড়িয়েছে

করোনার কারণে ব্রিটিশ সরকারের ঋণের পরিমাণ দুই ট্রিলিয়ন পাউন্ড ছাড়িয়ে গেছে।ব্রিটেনের অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্স এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রাণঘাতী এ মহামারীর কারণে ব্রিটেনে লম্বা সময় লকডাউন ছিল এবং সে সময় বেশিরভাগ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বসিয়ে বেতন দিতে হয়েছে।খবর ব্লুমবার্গের।

এ মুহূর্তে ব্রিটেনের প্রতি আটজন সরকারি চাকরিজীবীর মধ্যে একজন ছুটিতে রয়েছেন।ঋণের পরিমাণ ব্রিটেনের জিডিপির শতকরা ১০০ ভাগ পেরিয়ে গেছে যার অর্থ হচ্ছে ব্রিটেনে প্রতিবছর যে পরিমাণ জাতীয় উৎপাদন হয় তার চেয়ে ঋণের পরিমাণ এখন বেশি।

১৯৬০-৬১ অর্থবছরের পর এই প্রথম ব্রিটিশ সরকার এত বিশাল পরিমাণের ঋণের কবলে পড়ল।

লকডাউনের দিনগুলোতে ব্রিটিশ সরকার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শতকরা ৮০ ভাগ বেতন পরিশোধ করেছে।

এই সুবিধা আগামী অক্টোবরে শেষ হয়ে যাবে। তবে বিরোধীদলগুলো এই সুবিধার মেয়াদ বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছে।

যদি অক্টোবর মাসে সরকারি সুবিধা বাতিল করা হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে ব্রিটেনে আরও বহু মানুষ চাকরি হারাবে।

ব্রিটেনের এই মন্দাবস্থা সৃষ্টি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর লাখ লাখ ব্রিটিশ নাগরিকের মধ্যে এই উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

তাদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অনিশ্চিত হবে। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার দেশকে উদ্ধারের জন্য কি ব্যবস্থা নিতে পারে তা এখনো পরিষ্কার নয়।

সূত্র- যুগান্তর

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে শুক্রবার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। তবে এতে সুনামির কোন সতর্কতা জারি করা হয়নি এবং তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত বা ক্ষয় ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায়নি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা একথা জানিয়েছে।

ওই সংস্থা জানায়, সমুদ্র তলদেশের এ ভূমিকম্প সুলাওয়েজি দ্বীপের কাতাবুর প্রায় ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূপৃষ্ঠের ৬শ’ কিলোমিটারেরও বেশি গভীরে আঘাত হানে।

খবরে বলা হয়, বন্দা সমুদ্রে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে কয়েকশ’ কিলোমিটার দূর থেকেও এটি অনুভূত হয়। ভূপৃষ্ঠের গভীরে আঘাত হানা যেকোন ভূমিকম্পের চেয়ে ভূপৃষ্ঠের স্বল্প গভীরে আঘাত হানা ভূমিকম্পের ক্ষতির প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। ইউএসজিএস জানায়, ফলে এতে হতাহত বা ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটা কম রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া সংস্থা জানায়, ‘এ ভূমিকম্পের ঘটনায় এখন পর্যন্ত আমরা ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পায়নি।’ উৎপত্তি কেন্দ্রের একেবারে দক্ষিণের কুপাং থেকে এএফপি’র এক প্রতিবেদক জানান, শক্তিশালী এ ভূমিকম্পের আঘাতে ঘরবাড়ি কেঁপে উঠলে সেখানের বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়।

অবস্থানগত কারণে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বারবার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ২০১৮ সালে সুলাওয়েসি দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এবং এরফলে সৃষ্ট সুনামিতে ৪ হাজার ৩শ’র বেশি মানুষ প্রাণ হারায় বা নিখোঁজ হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫।

২০০৪ সালে সুমাত্রা উপকূলে রিখটার স্কেলে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প এবং সৃষ্ট ভয়াবহ সুনামির ঘটনায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ২ লাখ ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এতে ইন্দোনেশিয়ার প্রায়

১ লাখ ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়। সূত্র: এএফপি

সূত্র- ইত্তেফাক

ভূমধ্যসাগরে বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবিতে ৪৫ জনের মৃত্যু

চলতি বছরে লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ শিশুসহ অন্তত ৪৫ জন অভিবাসী এবং শরণার্থী। গত সোমবার এই নৌকাডুবি হয় বলে বুধবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এসব তথ্য জানিয়েছে। খবর বিবিসির।

জানা গেছে, ৮০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ওই নৌযানটির ইঞ্জিন বিষ্ফোরিত হলে তা ডুবে যায়। এতে অন্তত ৪৫ জন প্রাণ হারান। স্থানীয় জেলে ও মৎসজীবীরা ৩৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ।

ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী ওই দুর্ঘটনার পর বুধবার যৌথ বিবৃতিতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) এমন তথ্য দিয়ে উদ্ধার অভিযান জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে। বলা হচ্ছে, সোমবারের ভয়াবহ ওই নৌকাডুবির যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই আফ্রিকার দেশে সেনেগাল, মালি, শাদ এবং ঘানার বাসিন্দা।

এদিকে, ব্যাপক উদ্ধার অভিযান ছাড়া ভূমধ্যসাগরে আরও অনেকের প্রাণহানি ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাওয়ার সময় চলতি বছর ভূমধ্যসাগরে তিন শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২০১৪ সালে আইওএম হিসাব রাখার শুরুর পর গত কয়েক বছরে এই সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি। তবে এই তথ্যের চেয়ে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি বলেই জানাচ্ছে বিবিসি।

পাইলটবিহীন বিমানের চতুর্থ প্রজন্মের টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করল ইরান

প্রথমবারের মতো ইরান পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোনে ব্যবহার করার জন্য চতুর্থ প্রজন্মের হালকা টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বুধবার তেহরানে ইরানের সংসদের শিল্প ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে অংশ নিয়ে একথা জানিয়েছেন।

টারবোফ্যান ইঞ্জিন বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক ড্রোনগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, নিজস্ব প্রযুক্তিতে এই ইঞ্জিন তৈরির ফলে ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বিশেষ করে বিমান বাহিনীর শক্তিমত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি চতুর্থ প্রজন্মের এই ইঞ্জিনের মোড়ক উন্মোচন করবেন বলে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

একইসঙ্গে আজ ইরানি জঙ্গিবিমান ‘কাওসার’-এর জন্য ‘ওজ’ বা ‘চূড়া’ নামের ইঞ্জিনের গণ উৎপাদনেরও উদ্বোধন করা হবে। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ওজ’ ইঞ্জিনকে বিমানে ব্যবহার করার আগের সবগুলো পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
জেনারেল হাতামি মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিবাদী ইসরাইলের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের বহু অপরাধযজ্ঞে এই দখলদার শক্তির হাত থাকার বিষয়টি এখন স্পষ্ট।

জবরদখলকারী এই সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেলে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মানুষ আরো বেশি অপরাধযজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আর এজন্য দায়ী থাকবে সেসব দেশ যারা তাদের মাটিতে ইসরাইলকে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছে। সূত্র :

পার্সটুডে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

অচিরেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্রে পরিণত হবে ইরান

ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। অনেকের ধারণা বহু বছর পর এ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে হয়তো ইরান আবারও সমরাস্ত্রের বাজারে প্রবেশ করবে এবং দেশটি অচিরেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এ ব্যাপারে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক সংসদীয় কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। ব্যাপক হারে উৎপাদনের বছরে কৌশলগত অস্ত্র তৈরির অবকাঠামো আমাদের রয়েছে এবং অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা নেই এ কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিসহ বেসামরিক বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা করতেও এই মন্ত্রণালয় প্রস্তুত রয়েছে।

আট বছরের পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শত্রুর চাপিয়ে দেয়া নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও ইরান প্রমাণ করেছে আত্মরক্ষায় তারা কতখানি পারদর্শী। নিজস্ব প্রযুক্তি ও সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরক্ষা শিল্পে ইরান আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির কথা উল্লেখ করা যায় যা কিনা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে ইরান এ অস্ত্র তৈরির পদক্ষেপ নিয়েছিল। বর্তমানে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম ব্যালেস্টিক ও ক্রুজসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ইরান বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সমরবিদরা বলছেন, নতুন নতুন প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ইরান এ অঞ্চলে সামরিক শক্তির ভারসাম্য নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

ইরান সম্প্রতি সফলভাবে নূর নামে সামরিক স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাতে সক্ষম হওয়ায় ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ক মার্কিন বিশ্লেষক অ্যান্থেনিও কার্তুলুসি বলেছেন, ইরান এমন এক অবস্থানে পৌঁছে গেছে যা বহুমেরু কেন্দ্রিক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

নৌ শক্তির ক্ষেত্রেও ইরান অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডুবো জাহাজ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা যায় যা কিনা আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোন প্রযুক্তিতে ইরান আঞ্চলিক পরাশক্তিতে এবং বিশ্বে চতুর্থ বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধবিমানের দিক থেকেও ইরান অনেক এগিয়ে। বভার-৩৭৩, খোরদাদ-তিন, তাবাস-দুই ও সাইয়াদের মতো বিমানগুলো ইরান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করেছে। এ ছাড়া লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ও ইরান হাতে গোনা কয়েকটি দেশের কাতারে শামিল হয়েছে যা কিনা তাদের সামরিক শক্তির বড় প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে, নিজস্ব প্রযুক্তির সহায়তায় ইরান কৌশলগত অস্ত্র তৈরির অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। এ কারণে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে পিএসজি

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে বধ করা আরবি লাইপজিগ’র আরেকটি রূপকথা লেখা হলো না। সেমিফাইনাল অভিজ্ঞ প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেল জার্মান ক্লাবটি। অন্যদিকে, প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল নিশ্চিত করলো পিএসজি।

লিসবনে গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে পিএসজি। ষষ্ঠ মিনিটে দুর্দান্ত সুযোগ নষ্ট হয় নেইমারের। কিলিয়ান এমবাপ্পের পাস থেকে শুধু লাইপজিগ গোলরক্ষক পিটার গুলাকসিকে পেয়েও ব্যর্থ হন তিনি। তার শট দূরের পোস্টে আঘাত করে। পরের মিনিটে জার্মান ক্লাবের জালে বল ঢুকেছিল। কিন্তু নেইমারের হ্যান্ডবলের কারণে গোলদাতার খাতায় নাম লিখতে পারেননি এমবাপ্পে, রেফারি গোল বাতিল করে দেন। তবে স্বস্তির গোলের দেখা পিএসজি পায় ১৩ মিনিটে। আনহেল দি মারিয়ার ফ্রি কিক থেকে মারকুইনহোসের দুর্দান্ত হেডে ১-০ হয় স্কোর।

তবে বিরতিতে যাওয়ার আগেই পিএসজি ব্যবধান দ্বিগুণ করে। লাইপজিগের গোলকিপার বল ক্লিয়ার করলে নেইমার তা দখল করেন এবং বল বাড়িয়ে দেন দি মারিয়ার দিকে। আর্জেন্টাইন প্লেমেকার চ্যাম্পিয়নস লিগের মঞ্চে তার ২১তম গোল করতে ভুল করেননি।
বিরতি পর ৫৬ মিনিটে আবারও প্রতিপক্ষের শিবিরে হানা দেয় পিএসজি। দি মারিয়ার ক্রস থেকে হুয়ান বার্নাটের হেড গুলাকসির হাতে লেগে জাল খুঁজে নেয়।

আগামী রবিবারের ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ কিংবা লিওঁ, বুধবার হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

অল্পের জন্য বিমান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন ট্রাম্প

অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ওয়াশিংটনের কাছে বিমান ঘাঁটিতে অবতরণের আগ মুহূর্তে গত রোববার ট্রাম্পকে বহনকারী মার্কিন এয়ার ফোর্স ওয়ানের বিমানে একটি ছোট ড্রোন প্রায় আঘাত হানতে বসেছিল।

তবে অল্পের সেই আঘাত এড়ানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যার এই ঘটনা সম্পর্কে এয়ার ফোর্স ওয়ানের বিমানে থাকা কয়েকজন আরোহী নিশ্চিত করেছেন। খবর হিন্দুস্থান টাইমসের।

এয়ার ফোর্স ওয়ানের বিমানের সামনের ডান দিকে হলুদ ও কালো রংয়ের ক্রস আকৃতির একটি বস্তু উড়ে আসে। তবে এটি দেখতে ড্রোনের মত হলেও ড্রোন কিনা সেটি তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ম্যারিল্যান্ডের অ্যান্ড্রু বিমান ঘাঁটিতে অবতরণের আগ মুহূর্তে বিমানের বেশ কয়েকজন যাত্রী এই বস্তুটি দেখেছেন। পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বহনকারী এয়ারফোর্স ওয়ানের ওই বিমান অবশেষে নিরাপদে অবতরণ করে।

সোমবার হোয়াইট হাউসের মিলিটারি অফিস এবং মার্কিন বিমান বাহিনীর ৮৯তম বিমান পরিবহন শাখা এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত এবং বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা চলেছে।

বিমান চলাচলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তদন্তকারীদের পক্ষে এ ধরনের ঘটনা যাচাই করা বেশ কঠিন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত এ ধরনের মনুষ্যবিহীন হাজার হাজার ডিভাইস আকাশে উড়তে দেখা যায়, এটিও সেরকমই বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকায় শ্রিংলা

বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে কয়েক ঘণ্টার সফরে ঢাকায় এসেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকায় পৌঁছান তিনি।

সফরকালে শ্রিংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গ সৌজন্য সাক্ষাত করবেন। এর পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো শাহরিয়ার আলমের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাত করবেন শ্রিংলা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্ট বলছে, করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার পর এটি শ্রিংলার প্রথম কোনো বিদেশ সফর। জানা গেছে, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বিষয়টি শ্রিংলার এ সফরে গুরুত্ব পাবে। পাশপাশি ভারত- বাংলাদেশের পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের জন্য বৈঠক করবেন শ্রিংলা।

২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। এরপর ওয়াশিংটনে ভারতীয় হাইকমিশনার হন তিনি। ২০২০ সালে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ পান হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ।

সূত্র- ইত্তেফাক

থামছেই না করোনা তাণ্ডব, এক সপ্তাহে রেকর্ড ১৮ লাখ ২৫ হাজার শনাক্ত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে পুরো বিশ্ব। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। কোনওভাবেই থামানো যাচ্ছে না এই ভাইরাসের ধ্বংসলীলা।

বিশ্বব্যাপী করোনা রোগী শনাক্তের সাপ্তাহিক হিসাবে ফের রেকর্ড হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, গত সপ্তাহে ১৮ লাখ ২৫ হাজার ৬২১ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর আগে সর্বোচ্চ রোগী শনাক্ত হয় জুলাইয়ের ২৭ তারিখ থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত, ১৮ লাখ ১০ হাজার ২৩ জন।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের হিসাব অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত বিশ্বে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২০ লাখ ৪১ হাজার ৬৪৮ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১ কোটি ৪৭ লাখ ৮৩ হাজার ৮৪৬ জন। আর মারা গেছেন ৭ লাখ ৭৭ হাজার ২০১ জন।

আক্রান্ত এবং মৃতের তালিকায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬ লাখ ১২ হাজার ২৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১ লাখ ৭৩ হাজার ৭১৬ জন। সুস্থ ২৯ লাখ ৭৩ হাজার ৫৮৭ জন।

ব্রাজিলে ১ লাখ ৮ হাজার ৬৫৪ জনের প্রাণ গেছে কভিড-১৯ রোগে। দেশটিতে মোট আক্রান্ত ৩৩ লাখ ৬৩ হাজার ২৩৫ জন। সুস্থ ২৪ লাখ ৭৮ হাজার ৪৯৪ জন।

২১০ মিলিয়ন মানুষের দেশটিতে মে মাসের শেষ দিক থেকে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

তিন নম্বরে থাকা ভারতে প্রায় প্রতিদিন রোগী বাড়ছে। দেশটিতে মোট ২৭ লাখ ১ হাজার ৬০৪ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন, মৃত্যু ৫১ হাজার ৯২৫ জনের।

করোনা ‘প্রতিরোধী’ ভ্যাকসিন অনুমোদনের ঘোষণা দেওয়া রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত ৯ লাখ ২৭ হাজার ৭৪৫ জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১৫ হাজার ৭৪০ জন।

পাঁচ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮৮৬ জন শনাক্ত হয়েছেন। দেশটিতে মারা গেছেন ১১ হাজার ৯৮২ জন।

মেক্সিকোয় শনাক্ত রোগী ৫ লাখ ২৫ হাজার হলেও মৃত্যুতে অনেক ওপরে দেশটি। এখন পর্যন্ত ৫৭ হাজার ২৩ জন মারা গেছেন সেখানে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সুখবর! রাশিয়ার পর এবার ভ্যাকসিন অনুমোদন দিল চীন

রাশিয়ার পর এবার করোনা ভ্যাকসিনের অনুমোদিন দিল চীন। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় দারুণভাবে সফল হওয়ার পর ভ্যাকসিনটির অনুমোদন দিয়েছে শি জিনপিং প্রশাসন।

দেশটির সেনাবাহিনীর সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চেন ওয়ের দল এবং স্যানসিনো বায়োলজিকসের তৈরি করেছে এই ভ্যাকসিন। ‘এড৫-এনসিওভি’ নামের ভ্যাকসিনটি রবিবারই নিবন্ধন করেছে চীন।

চীনের গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সিজিটিএন) টুইটারে এ তথ্য জানিয়েছে।

টুইট বার্তায় বলা হয়, চীন প্রথম করোনা ভ্যাকসিনের পেটেন্ট অনুমোদন দিয়েছে। পিএলএ (চীনা সেনাবাহিনী) সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চেন ওয়ের দল তৈরি করেছে ভ্যাকসিনটি। এর আগে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভ্যাকসিনটি নিরাপদ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তথ্যের বরাত দিয়ে সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, করোনার এই ভ্যাকসিন নিরাপদ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করেছে। প্রথম ধাপের ট্রায়ালে ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়সী ৩২০ জন স্বাস্থ্যবান স্বেচ্ছাসেবক অংশ নিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ধাপে ২২৪ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন।

সিনহুয়া জানিয়েছে, ট্রায়ালের ফলাফলগুলো ইঙ্গিত দেয় যে ভ্যাকসিন কার্যকরভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের শরীরে নিরপেক্ষ অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্রিয়ায় ভালো সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

এর আগে করোনার প্রথম ভ্যাকসিনের নিবন্ধন করে রাশিয়া। রবিবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, তারা এরই মধ্যে করোনার ভ্যাকসিন তৈরি শুরু করে দিয়েছে। তাদের ভ্যাকসিনটি প্রথম প্রয়োগ করা হবে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে। সূত্র: সিজিটিএন, এএ

সূত্র- বিডি প্রতিদিন